চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২২ ফেব্রুয়ারি'২০২৩খ্রি.

উন্নত অবকাঠামো খাতের সুযোগ নিন, শিল্পউদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে চসিক মেয়র

ব্যাপক বিনিয়োগের মাধ্যমে বদলে যাওয়া চট্টগ্রামের উন্নত অবকাঠামো ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে শিল্পায়নের গতি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র (চসিক) বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। বুধবার জিপিএইচ ইস্পাতের অত্যাধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা পরিদর্শনকালে মেয়র এ আহবান করেন।

মেয়র বলেন, আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পরপরিই প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নে আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বরাদ্দ দিয়েছেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা বদলে যাবে।

"শিল্পায়নের ক্ষেত্রে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অতি জরুরি। চট্টগ্রামের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা শিল্পায়নের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। প্রানমন্ত্রী আমাদেরকে রাস্তা করে দিয়েছেন, টানেল করে দিয়েছেন, বন্দরের আধুনিকায়ন করেছেন। এখন শিল্প মালিকদের কাজ হলো আধুনিক সব শিল্প-কারখানা স্থাপন করে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করা।"

জিপিএইচ ইস্পাতের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আলমাস শিমুল বলেন, একসময় বাংলাদেশ রড, বিলেট আমদানি করত। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেশের চাহিদা পূর্ণ করে বিদেশেও রপ্তানি করছি। প্রধানমন্ত্রী যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন তা বাস্তবায়নে জিপিএইচ ইস্পাত কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রিক আর্ক ফার্নেসের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রড উৎপাদন করছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণে আমাদের উৎপাদিত উন্নতমানের রড ব্যবহার হচ্ছে, যার ফলে একদিকে বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে অপরদিকে দেশের শিল্পখাত এগিয়ে যাচ্ছে।

মত বিনিময়কালে জিপিএইচের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আলমাস শিমুল বলেন, বিশ্বের অত্যাধুনিক কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রিক আর্ক ফার্নেস ও উইনলিংক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জিপিএইচ বিশ্বমানের বিলেট প্রস্তুত করে বিশ্বের উন্নত দেশ চীনে রপ্তানী করছি। সম্প্রতি আমরা বাজারে ৬০০ গ্রেডের রিবার এনেছি যা ভূমিকম্প সহনশীল, সাশ্রয়ী, টেকসই এবং বুয়েট পরীক্ষিত।

পাহাড়ী ছড়ার পতিত পানি যা সাগরে চলে যায় তা সংরক্ষণপূর্বক পুনরায় ব্যবহারের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে জিরো ডিসচার্জ এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব শিল্প কারখানা পরিচালনা করছি।

"করোনার ক্রান্তিকালীন সময়ে মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদন করে দেশের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, উপজেলা পর্যায়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিনামূল্যে অক্সিজেন সরবারাহ করে বহু জীবন বাঁচিয়েছে জিপিএইচ।"

এ সময় মেয়র জিপিএইচের পুরো প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন। সেখানে নিম গাছ রোপন করেন। বঙ্গবন্ধুর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও মেয়র রচিত বই 'ছাত্রলীগ:ষাটের দশকের চট্টগ্রাম' ও উপস্থিত দুস্থদের মধ্যে জিপিএইচ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন-চসিক প্যানেল মেয়র গিয়াস উদ্দিন, কাউন্সিলর গোলাম মো. জোবায়ের, আতাউল্লা চৌধুরী, নুরুল আমিন, আবদুস সালাম মাসুম, পুলক খাস্তগীর, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, প্রধান হিসাব কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মুনিরুল হুদা, জিপিএইচ ইস্পাতের প্রধান কর্পোরেট রিলেশন্স অফিসার শোভন মাহবুব শাহাবুদ্দিন রাজ, মিডিয়া এডভাইজার অভীক ওসমান, প্রসেস এডভাইজার আমিরুল ইসলাম, চিফ রিসার্চ অফিসার ড. এস এম সুমন প্রমুখ।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মঙ্গা জাদুঘরে : চসিক মেয়র

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ মঙ্গামুক্ত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

বুধবার নগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগর কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সভা ও সদস্য কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ বক্তব্য রাখেন।

মেয়র বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন করার পর সবচেয়ে জোর দিয়েছিলেন হতদরিদ্র শ্রমজীবীদের কল্যাণে দেশকে ঢেলে সাজাতে। একাত্তরের পরাজিত শক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষার পথ বন্ধ করে দেয়।

"পরবর্তীতে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় ফিরলে আবারো শ্রমজীবীদের স্বার্থ রক্ষায় অর্থনৈতিক কাঠামোকে ঢেলে সাজান। একারণে দেশ থেকে মঙ্গা বিলুপ্ত হয়ে জাদুঘরে ঠাই পেয়েছে। দেশে এখন আর কাউকে না খেয়ে মরতে হয়না। খাবারের জন্য লাইনে

দাঁড়িয়ে কাউকে পদদলিত হয়ে মরতে হয়না। শ্রমজীবী ভাই-বোনদের বলবো আগামী নির্বাচনেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পুন:নির্বাচিত করুন। উনার উপর আস্থা রাখুন। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ডেকোরেশন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত কারণে রাতে বাড়ি ফিরতে হয়। এ কার্ডের কারণে শ্রমিকদের রাতে নির্বিঘ্নে চলাচলের সুযোগ হবে। আবার কেউ ডেকোরেশন শ্রমিকের পরিচয় ব্যবহার করে অপরাধে জড়ালে তাকে শনাক্ত করাও পুলিশের পক্ষে সহজ হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা তপন দত্ত। উপস্থিত ছিলেন-চসিক সংরক্ষিত কাউন্সিলর শাহীন আকতার রোজী, চট্টগ্রাম ডেকোরেটার্স মালিক সমিতি এবং চট্টগ্রাম কমিউনিটি সেন্টার মালিক সমিতির সভাপতি মো: সাহাব উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল আলম চৌধুরী (মিল্টন), চট্টগ্রাম কমিউনিটি সেন্টার মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো: সাইফুল ইসলাম দুলাল। চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগর কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তফাজ্জল হোসেন প্রধান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ পারভেজ প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮